MAR. 1 5 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 4

ভোরের কাগজ

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন রাজধানীর ২টি কেন্দ্রে নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষার্থীরা (ওপরে বাঁয়ে) মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে (ওপরে ডানে) শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ। বাইরে দুপুর রোদে সন্তানদের জন্য প্রতীক্ষায়রত অভিভাব ভিড় —ভোরের

সরজমিন : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, কুমিল্লার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপা

কেন্দ্রের ভেতরে বই খুলে নক বাইরে বহিরাগতদের মিলনমে

কাগজ প্রতিবেদক : চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার বিভিন্ন কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা বইপত্র খুলে অবাধে নকল করে পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ও অন্য কর্তব্যরত পরিদর্শকরা আক্ষরিক অর্থেই দর্শকদের ভূমিকা পালন করেছেন। অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র ঘিরে ছিল বহিরাগতদের মিলনমেলা। পরীক্ষা কেন্দ্রের চারদিকে ছোটাছুটি, চিৎকার, আর পরীক্ষা কেন্দ্র জুড়ে ছিল গণটোকাটুকি নকলের ছড়াছড়ি। অথচ শিক্ষক, পুলিশ, প্রশাসক কখনো কখনো নকলবাজদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত।

চট্টগ্রাম অফিস থেকে জানানো হয়েছে, রাঙ্গুনিয়ার পাইলট হাইস্কুলে গতকাল সকালে একদল সাংবাদিক পরিদর্শনে গেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তসলিম সাংবাদিকদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেননি। তাকে এ কাজে সহায়তা করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। উপরন্তু সাংবাদিকদের বলা হয়, আগে সংবাদ দিয়ে কেন আসেননি। ঐ সময় বাইরে থেকে জানালা দিয়ে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীদের নকলের উৎসব। পরে অবশ্য বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ডের ভিজিলেন্স টিম রাঙ্গুনিয়ার কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে ৬৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং নকলে সহযোগিতার দায়ে ৭জন শিক্ষককে সাসপেন্ড করে।

চট্টগ্রাম জেলায় মোট বহিষ্কৃতের সংখ্যা দুশোর ওপরে। অপরদিকে চট্টগ্রামে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় ২০ জনকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। সন্দীপ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সেখানকার রশিদিয়া মাদ্রাসার ৬ জন ছাত্র প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কুমিল্লা প্রতিনিধি সৈয়দ নুরুর রহমান জানিয়েছেন, কুমিল্লার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া থানার এসএসসি কেন্দ্রে অবাধে নকল

চিত্র ছিল একই রকম। পরীক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে পরিদ
শিক্ষকদের সামনেই বই খুলে পরীক্ষা দিয়েছে।

বুড়িচং উপজেলা সদরে আনন্দ পাইলট হাইস্কুল ঘি
আট/দশ হাজার মানুষের মিলনমেলা। উৎসবের আমে
তারা নকলের কপি, গাইড বই নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। এ
১৫টি স্কুলের ১ হাজার ১৮০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
এসবের মাঝে কেন্দ্র সচিব আব্দুল হাফিজ অসহায় হয়ে
দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেলাল
পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কয়েক বস্তা নকল উদ্ধার করে
দিয়েছেন। কিন্তু অবস্থা যা তাই।

আনন্দহর গ্রামের ইয়াসমীন পরীক্ষা দিতে এসেছি
ভাবিসহ ৬-৭জন সহযোগী নিয়ে। অপর এক ছাত্র
বড়োভাই, ছোটভাই ও ৪ বন্ধুসহ এসেছে পরীক্ষা
সহযোগীরা সকলে নকল সরবরাহে তৎপর ছিল।
ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে ১৫টি মাদ্রাসার ছাত্ররা
দিচ্ছে। গোসাইপুর মাদ্রাসার সুপার মোঃ শফিকুর রহমা
জানান, সকালে কয়েকবস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে বি
হয়নি। কেন্দ্রের ৩ নম্বর কক্ষে সরজমিন দেখা যায়,
পরিদর্শক চুপচাপ বসে আছেন। ছাত্রছাত্রীরা সকলে
নকলে ব্যস্ত।

এ ছাড়া ব্রাহ্মণপাড়া ভগবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
মতিন খসরু মহিলা কলেজ, চান্দলা ইসলামিয়া গাউছিয়া
মাদ্রাসার অবস্থা ছিল একই রকম। স্থানীয় কয়েকজন
করলেন, বাকিশিমুল সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সলিমুল্লাহ
অভিযোগ অনুযায়ী প্রতিবছর তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের
ছাত্রদের নকলের সুযোগ দিয়ে পাস করানোর নিশ্চয়তা